MAR 06 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

## বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

# ২০০১ সনের এসএসসি (ভোকেশনাল) ফাইনাল পরীক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা এসএসসি (সাধারণ) শিক্ষার পাশাপাশি আর একটি শিক্ষা ধারা। এসএসসি (সাধারণ) পরীক্ষার সঙ্গে একই সময়ে ২০০১ সনের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ২রা মার্চ ২০০১ তারিখে জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত ২০০১ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, ১৫ই মার্চ ২০০১ তারিখ হইতে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। উক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পুনরায় প্রকাশ করা হইল।

১। পরীক্ষার হলে নকল রোধের প্রাথমিক দায়িত্ব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের। কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শকগণের কর্তব্যে শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতা সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নকল প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকগণকে পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হইবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২। স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কোন কেন্দ্রের ভিতরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হইলে বা বাহিরে অবাঞ্ছিত লোকজনের সমাবেশ দূর করা সম্ভব না হইলে স্থানীয় প্রশাসন ঐ কেন্দ্র বাতিল করিয়া থানা সদরে অথবা জেলা সদরে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট এলাকার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এবং তাহাদের অভিভাবকগণের আর্থিক ব্যয়ভার লাঘব হয় সেই লক্ষ্যেই এলাকায় কেন্দ্রটি স্থাপন করা হইয়াছে। কেন্দ্রের বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নকলপ্রবণতা, অবাঞ্ছিত জনসমাবেশের কারণে যাহাতে কেন্দ্রটি বাতিল না হয় সেইজন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

৪। অভিভাবকগণের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিয়া অহেতুক কেন্দ্রের আশেপাশে জটলা সৃষ্টি না করিয়া কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করিবেন।

৫। কোন কোন কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া পুলিশী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অথচ ইহার ফলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই জাতীয় পরিস্থিতির যাহাতে সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৬। প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ "পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন-১৯৮০ এবং এর সংশোধনী-১৯৯২"-এর সংশ্লিষ্ট ধারা জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রকাশ করা হইলঃ

ধারাঃ ৩

**পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয়দানঃ**

ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসাবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষা হলে প্রবেশ করেন, অথবা

খ) যিনি অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৪

**পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশন বা বিতরণঃ**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে

ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজপত্র, অথবা

খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ যে-কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৫

**নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তনঃ**

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে-কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর মার্কশীট, টেবুলেশন শীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৬

**ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি তৈয়ারীকরণঃ**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা জারি করার কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈয়ারী করেন, ছাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইনসম্মত অজুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৭

**মার্কশীট, সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখাঃ**

যিনি আইনসম্মত অজুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয় নাই, নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৮

**উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা উহার সংযোজনঃ**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশবিশেষের পরিবর্তে অন্য কোন একটি উত্তরপত্র বা উহার অংশবিশেষ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয় নাই এরূপ উত্তর সম্বলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোন উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ৯

**পরীক্ষার্থীকে সহায়তা করাঃ**

ক) যিনি কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করিয়া, অথবা

খ) মৌখিকভাবে বা কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১০

**অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করাঃ**

যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্তি বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১১

**পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদানঃ**

যিনি কোন প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে-

ক) কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, অথবা

খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন, অথবা

গ) কোন পরীক্ষা হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১২

**বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারিগণকৃত অপরাধঃ**

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হইয়াও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াও এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১৩

**এ আইনের অধীনে অপরাধকরণে সহায়তা ও প্রচেষ্টাঃ**

যিনি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধকরণে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান, তিনি এ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১৪

**পদ্ধতি**

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন)-এ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও

ক) এই আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারযোগ্য অপরাধ হইবে।

খ) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের কোন বিচার করিবেন না।

গ) কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে সমন মামলায় সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে অপরাধটি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।

ঘ) কোন আদালত উক্ত বিধির অধীন উহার ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলেও এই আইনের অধীন কোন দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারাঃ ১৫

**অবহিতকরণ ও হেফাজতঃ**

ক) ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সনের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

খ) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

উপরিউক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর ২০০১ সনের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান এবং নির্দেশসমূহ অবশ্যই পালনীয়।